দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩০।১।৮৬
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রাইমারী স্কুলের বই

টেকস্টবুক বোর্ড এবার তাদের বই সরবরাহ করার ব্যাপারে বেশ আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছিলেন। আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এবার নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দেয়া হবে। সে ঘোষণা অভিনন্দিত হয়েছিল শিক্ষক-অভিভাবক মহলে।

কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে ধারণা হচ্ছে যে, প্রার্থিত সেই অবস্থা বিরাজ করছে না। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর পাওয়া গেছে যে জানুয়ারী মাসের শেষেও বহু এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এখনও বই হাতে পায়নি। কোনো কোনো স্থানে কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বই পেয়েছে, অনেকের হাতেই এখনও বই পৌঁছেনি। ফলে ঝিনাইদহের এক শৈলকুপা উপজেলাতেই ৯০টি সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ৪৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণের কর্মসূচী একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র সাধারণ মানুষ বহুক্ষেত্রে বই কিনে দিতে না পারার কারণেই তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না। ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় হাজার হাজার ছেলেমেয়ে। বিনামূল্যে বই বিতরণের কর্মসূচী এই পরিস্থিতির উন্নতি করেছে বলে নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায়। সেক্ষেত্রে বই বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম প্রাথমিক শিক্ষার ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং পরিস্থিতি যে-কোনো মূল্যে এখনই নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন।